অনুগ্রহপূর্বক মিলিয়ে নিন

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম-২০১০—উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা

ঢাকা, ০৩ ফাল্গুন ১৪১৬, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
এবং সুধিবৃন্দ

আসসালমু আলাইকুম।

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম ২০১০ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ফোরাম অংশগ্রহণকারী সকলের কার্যকর ভূমিকা রাখার মাধ্যমে ফলপ্রসু ফলাফল বয়ে আনবে বলে আমি আশা করি।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই উন্নয়ন সহযোগীরা অব্যাহতভাবে আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমর্থন দিয়ে আসছেন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সুধিবৃন্দ,

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর থেকে বাংলাদেশে চলে আসছিল অসাংবিধানিক শাসন। ফলে বাংলাদেশে সীমাহীন দুর্নীতি, জঙ্গীবাদের বিস্তার, মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং অপরাধ করে শাস্তি না পাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মাঝখানে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত দেশে ছিল গণতন্ত্র ও উন্নয়নের সুবাতাস।

২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত অবাধ ও নিরেপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। যার ফলে গত এক বছরে দেশে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

আমাদের বিগত শাসনামলের মত এবারও আমাদের সরকার খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমিয়ে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টি, আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতির উন্নয়ন, দুর্নীতি হ্রাস, সন্ত্রাস রোধ এবং গণতন্ত্রের ভীত শক্তিশালী হয়েছে। বিশ্বব্যাপী মন্দা সত্ত্বেও আমরা দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি। এ সময়ে রপ্তানি খাত, জ্বালানি এবং সার ও বীজের জন্য আমরা ৫০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার ভর্তুকি প্রদান করেছি। আমাদের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে। এর মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে দেখতে চাই এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জন করতে চাই। এজন্য আমরা আইসিটি এবং ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সারাদেশের স্কুলগুলোতে ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধাসহ কম্পিউটার বিতরণ করা হচ্ছে। আমরা ২০১৪ সালের মধ্যে পূর্ণ স্বাক্ষরতা অর্জন এবং প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ে শতকরা একশত ভাগ ভর্তি নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিয়েছি। এ বছর থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ শুরু হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। সুতরাং গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আমরা সংসদের প্রথম অধিবেশনেই ৪৪টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করেছি। এরমধ্যে ৭টি কমিটির প্রধান করা হয়েছে অন্যান্য দলের সংসদ সদস্যদের। সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন-উত্তর পর্ব পুনঃপ্রবর্তন করা হয়েছে এবং তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

অবাধ তথ্য প্রবাহের লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করা হয়েছে, দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

সুষম উন্নয়নের জন্য সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে মহিলাদের সমান অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে আমাদের বিগত শাসনামলে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের জন্য আমরা জাতীয় মহিলা উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করি। কিন্তু বিগত সরকারের সময় এটিকে অকার্যকর করা হয়। আমরা এটাকে পুনরায় চালু করেছি। বর্তমান মন্ত্রীসভায় ৫জন মহিলামন্ত্রী আছেন। এছাড়া বর্তমান সংসদে ১৯ জন সরাসরি নির্বাচিত এবং ৪৫ জন সংরক্ষিত আসনে এমপিসহ সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলা এমপি রয়েছেন। জাতীয়

জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আমরা প্রশাসন, পুলিশ এবং সেনাবাহিনীতে মহিলাদের নিয়োগ বৃদ্ধি করেছি।

সুধিমন্ডলী,

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ছাড়া উন্নয়ন অর্থহীন। গত শাসনামলে আমরা বয়স্ক ও দুস্থ মহিলা ভাতা, বয়স্কদের জন্য শান্তি নিবাস, কর্মসংস্থান তৈরীর জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক, গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয়ন প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জমির মালিকদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য 'একটি বাড়ী ও একটি খামার' কর্মসূচি গ্রহণ করি। বর্তমান সরকার এসবের পাশাপাশি নগদ অর্থ এবং খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি, প্রান্তিক, সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমরা প্রতিটি দরিদ্র পরিবার থেকে একজন সদস্যের কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা নিয়েছি।

সুধিমণ্ডলী,

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে বিশেষ করে, প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা, যোগাযোগ এবং জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করা অপরিহার্য। জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সার্ক এবং সার্কের বাইরে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে জোরদার করার পদক্ষেপ নিয়েছি। সাম্প্রতিক ভারত এবং ভূটান সফরের সময় আমি যোগাযোগ এবং জ্বালানি, বিদ্যুৎ, পানি, আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও বাণিজ্য বিষয়ে সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

আমাদের উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন একটি বিশাল হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় আমরা নিজস্ব কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: নদীগুলোতে ড্রেজিং করা, জমি উদ্ধার, উদ্ধারকৃত উঁচু জমিতে ছিন্নমূল মানুষের জন্য বাড়িঘর তৈরি, আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খায় এমন ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করা। আমরা প্রায় এক শ সাইক্লোন শেল্টার তৈরি করেছি এবং আরও বেশকিছু নির্মানাধীন আছে।

আমরা ১৩৪টি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কর্মসূচির অনুমোদন দিয়েছি। এজন্য আমরা ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের জলবায়ু পরিবর্তন ফান্ড গঠন করেছি এবং দাতাদের সহায়তায় আরও একটি ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাল্টি-ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকৌশলের আওতায় দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম জোরদার করেছি।

সুধিবৃন্দ,

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনের উপরও আমরা গুরুত্বারোপ করেছি। আমাদের নতুন উন্নয়ন কৌশলে জ্বালানি ব্যবহারে কার্বন-ডাই-অক্সাইড যাতে কম উদ্গীরণ হয় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছি। এজন্য সামাজিক বনায়ন, কার্বন গ্রহণের জন্য সবুজ বেষ্টনী তৈরি, পরিশোধিত কয়লা প্রযুক্তি এবং পারমাণবিক ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ লাখের মত বাড়ীঘরে সৌর প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক যানবাহনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে এবং যেসমস্ত কল-কারখানা ক্ষতিকারক বর্জ্য উৎপাদন করে সেগুলোতে বর্জ্য শোধনাগার সুবিধাসহ সংযোজনসহ স্থানান্তর করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সিনথেটিকের পরিবর্তে পচনশীল দ্রব্যের ব্যবহার বাড়ানো হয়েছে। আমাদের এসব উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য গত ডিসেম্বরে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সিওপি-১৫-এ যে তহবিল গঠনের অঙ্গীকার করা হয়েছিল তার দ্রুত বিতরণ প্রয়োজন।

বিশেষ করে, সবচেয়ে সংবেদনশীল দেশসমূহ, স্বল্পোন্নত দেশ এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী নিচু ও ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর জন্য এটা খুবই জরুরি। আমাদের উন্নয়ন সহযোগীরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ভয়াবহ দিকটি বিবেচনা করে ব্রাসেলস প্রোগ্রাম অব এ্যাকশন-এর আওতায় তারা তাদের জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশের জন্য এবং ০.২ শতাংশ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য প্রদানের যে অঙ্গীকার করেছিল তার দ্রুত বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

আমি আশা করি, এই ফোরাম অবশ্যই আমাদের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে। এখান থেকে যে সুপারিশমালা বেরিয়ে আসবে তা আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের একটি উন্নততর কৌশল উদ্ভাবন এবং সরকারের অগ্রাধিকার এবং ভিশন বাস্তবায়নে গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে।

আমাদের উন্নয়ন এজেন্ডাকে গতিশীল ও জোরদার করার জন্য আপনাদের এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমি এই ফোরামের সফলতা কামনা করে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম-২০১০-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক